দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 AUG 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

018

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

পিটিআই প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের প্রস্তাব

।। হাসান হাফিজ ।।

বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১ লাখ ৯০ হাজার শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৮ লাখ ৫ হাজার (শতকরা ১৫ ভাগ) শিক্ষকের কোন প্রশিক্ষণ নেই। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ দেশের ৯ হাজার ৮৫৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ১ লাখ ২ হাজার ৩১১ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।

দেশের ১০টি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গ্রহণক্ষমতা সর্বমোট ৩ হাজার ৬৫০ জন। বহুসংখ্যক শিক্ষক আরো বেশ কিছুকাল প্রশিক্ষণবিহীন থেকে যাবেন। এবং এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান ও কার্যক্ষমতা ক্ষুন্ন হবে। এ ছাড়া মাদ্রাসাগুলিতে নিযুক্ত সাধারণ বিষয়সমূহের শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষা কমিশন কতিপয় সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশমালায় রয়েছেঃ প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে সর্বাগ্রে শিক্ষকমন্ডলীর শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উন্নয়ন এবং পদসমূহের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে যথোপযুক্ত বেতনক্রমে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষক পদে নিয়োগ এবং তাদের যথাযোগ্য বেতন ভাতাদি দিতে হবে। শিক্ষার সাম্প্রতিক গতিধারা ও নবতর উদ্ভাবনার সংগে পরিচিতির প্রয়োজনে কর্মরত শিক্ষকদের জন্যে দেশে ও বিদেশে পরিকল্পিত উপায়ে নিয়মিত উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পিটিআইগুলিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী নয় এবং ক্রমেই তা শিক্ষা ও শিক্ষণের আধুনিক গতিধারার সংগে সংযোগ হারিয়ে ফেলছে। প্রচলিত এই শিক্ষাক্রম সংস্কার ও নবায়ন করতে হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে শিক্ষা কমিশনকৃত সুপারিশমালায় বলা হয়ঃ বর্তমানে প্রচলিত ১০ মাসব্যাপী (জুলাই—এপ্রিল) বি-এড ডিগ্রী কোর্স কার্যকর প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে পর্যাপ্ত নয়। এই দুর্বলতা নিরসনে আশু ব্যবস্থা হিসাবে এই স্তরের শিক্ষণ কালকে এক পঞ্জিকা বর্ষে (জুলাই থেকে জুন) উন্নীত করা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিকে অবকাশবিহীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা সমীচীন। প্রত্যেকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে বর্তমানে শূন্য পদগুলিতে যত দ্রুত সম্ভব বিষয় সংশ্লিষ্ট যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষাক্রমে যথাসম্ভব তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিষয় বস্তুর সুষম বিন্যাস এবং যথোপযুক্ত সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

পলিটেকনিকগুলিতে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের জন্যে প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করতে হবে। ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে শিক্ষাদান ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসকদের জন্যে স্নাতকোত্তর (এমএড ও ডক্টরেট) ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (শিক্ষা প্রশাসন, ভাষা শিক্ষণ ইত্যাদি) প্রয়োজন অনুযায়ী এক শিক্ষাবর্ষ মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষণে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের পাঠক্রমে শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হবে।